আমার স্মৃতিতে ব্রজেন

ক্রীড়াজগত

এ বি এম মূসা ঃ মাত্র মাস দুয়েক আগে দেখা হল ব্রজেনের সঙ্গে। তখন কি জানতাম এ হবে শেষ দেখা, প্রায় অর্ধ শতাব্দীর সম্পর্কের ইতি ঘটবে ? গত মার্চে কলকাতা গিয়েছিলাম। ব্রজেনের লেকটাউনের বাড়ীতে একদিন পুরো আমি ও আমার স্ত্রী, ব্রজেন আর ছন্দা বৌদির সঙ্গে আড্ডা দিলাম। ব্রজেন তখনো অসুস্থ, হাসপাতালে কয়েকদিন থাকে আবার বাসায় আসে। দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিল, কয়েকদিন পরপর রক্ত নিতে হয়।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে পুরনো দিনের কথাগুলি চর্বিতচর্বন করছিলাম। ব্রজেন চেয়ারে বসা, আমি তার খাটে শুয়ে। পাশের ঘরে বৌদি আর আমার স্ত্রী নিজেদের মধ্যে খোশগল্প করছিলেন। তাদের দু'জনের পরিচয় ব্রজেনের বিয়ের দিন থেকে। পঁয়ষট্টি সালের মার্চে বা এপ্রিলে আমরা দু'জন কলিকাতায় তাদের বিয়েতে গিয়েছিলাম, বরযাত্রী দলে ছিলাম। ঢাকা থেকে আমরাই ছিলাম একমাত্র অতিথি। বিয়ের পর বৌদি যখন ঢাকায় এলেন, দু'জনকে নিয়ে কক্সাবাজার বেড়াতে গেলাম, হই-চই করলাম। সেসব গল্পই হচ্ছিল, পুরনো দিনের নানা কাণ্ড-কারখানা নিয়ে হাসি-তামাশা চলছিল।

ব্রজেনের সঙ্গে পরিচয় পঞ্চাশ দশকের প্রথমে। আমি যখন তৎকালীন পাকিস্তান অবজার্ভারে জুনিয়র রিপোর্টার। তখনকার দিনে সবাইকে সবরকম রিপোর্ট লিখতে হত, আমি প্রায়ই খেলাধূলার উপর লিখতাম। পাকিস্তান অলিম্পিকে ব্রজেনের সাফল্য, তারপর চ্যানেল সাঁতারের প্রস্তুতি, শেষ পর্যন্ত এই কৃতি সাঁতারুর অসাধারণ সাফল্য নিয়ে অনেক লিখেছি। শাহজাহান, এস এ মহসিন, শহীদ সাংবাদিক এস এ মান্নান, কোচ মহম্মদ আলী, মাঈনুল ইসলাম সবার প্রসঙ্গই সেদিনের আলোচনায় এসেছে। সবাই একে একে চলে গেছেন। তাঁদের সবারই অসামান্য অবদান রয়েছে ব্রজেনকে সামনে এগিয়ে দেয়ার পেছনে। এঁরাই উদ্যোগী হয়ে গঠন করেছিলেন চ্যানেল ক্রসিং কমিটি। উৎসাহ দিয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী, (তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত) আতাউর রহমান খান। প্রাদেশিক সরকারের তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন আতা ভাই। সম্পুর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে ব্রজেনের চ্যানেল সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছিল। তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্য বা সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। এমনকি তখনকার সময়ে বিদেশী মুদ্রা অনুমোদনে যেসব কড়াকড়ি ছিল, তা শিথিল করে প্রয়োজনীয় পাউণ্ড-স্টারলিং পাওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

চ্যানেল ক্রসিং কমিটি, যার সভাপতি ছিলেন মোহামেডান স্পোর্টিং-এর কর্ণধার ইঞ্জিনিয়ার মাঈনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক এস এ মহসিন (সাজু ভাই) ও কোষাধ্যক্ষ এফ করিম, দীর্ঘদিন ধরে ব্রজেনকে চ্যানেল পাঠাবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। প্রথমে সুইমিংপুলে বিরামহীন সাঁতার, তারপর নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুরে লম্বা সাঁতার, এমনিভাবে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরণের অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সেসব বিবরণী ইতিমধ্যে অনেকেরই জানা, ক্রীড়াজগতে এ সম্পর্কে কয়েকটি নিবন্ধ আমি নিজেই লিখেছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ব্রজেন যে বড় কিছু করতে যাচ্ছে, এ নিয়ে যত কৌতূহল তা সীমিত ছিল কতিপয় ব্যক্তির মাঝে। পত্র-পত্রিকা, একমাত্র পাকিস্তান অবজার্ভার ব্যতীত অন্য কোথাও তেমন গুরুত্ব পায়নি।

সব প্রস্তুতির শেষে ব্রজেন যেদিন লণ্ডন রওনা হল, সেদিন বিমান বন্দরে আমরা মুষ্টিমেয় ক'জন মাত্র উপস্থিত ছিলাম। বিলেত থেকে মাঝে মাঝে তার খবর আসত, প্রধানতঃ মহসিন ভাই ব্যক্তিগতভাবে আমাকে টেলিফোন করতেন। ঘটনাক্রমে মে মাসে, অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের এপ্রিলে ব্রজেনের বিলেত যাওয়ার মাস খানেক পরে আমি ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণ পাই। বিলেত পৌঁছে কোন এক রোববারে আমি ডোভার গেলাম ব্রজেন, ম্যানেজার মহসিন ভাই ও কোচ মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। সারাদিন ব্রজেনের অনুশীলন দেখলাম। গায়ে গ্রীজ মেখে সে পানিতে নামত, সারাদিন পানি দাবড়িয়ে বিকেলে উঠে পড়ত। আবার রাতে খাওয়ার পর পানিতে, মধ্যরাতে পানি ছেড়ে পাড়ে। ইংলিশ চ্যানেলের পানি সেই মে মাসেও দেখলাম বেশ ঠাণ্ডা। বিলেতে এই অনুশীলনের সময়ে তিনজনকেই অত্যন্ত কৃচ্ছতা সাধন করে কষ্ট করে চলতে হয়েছে। যে টাকা-পয়সা নিয়ে যেতে পেরেছে, তাতে তৃতীয় শ্রেণীর লজিং হাউসে থাকতে হয়েছে, খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও তেমন প্রাচুর্য ছিল না। যা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনুশীলনের জন্য ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়।

অক্টোবরে ব্রজেন সাফল্যের মালা গলায় দিয়ে ঢাকা ফিরে এল। তখন সবেমাত্র আইয়ুব খানের মার্শাল ল' জারি হয়েছে। বিমান বন্দরে ক্রীড়ানুরাগীর ভিড় ছিল বটে, কিন্তু একজন দ্বিগ্বিজয়ী বীরের যে সংবর্ধনা পাওয়া উচিত ছিল তার সব আয়োজন চ্যানেল ক্রসিং কমিটির পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। তবে পরবর্তীতে তার এই সাফল্য যখন বিদেশী মাধ্যমে আলোচিত হতে থাকল, তখন

শাসকদেরও নজর পড়ল তার উপর। কারণ ওভালে ক্রিকেট টিমের সাফল্যের উপর ক্রীড়াক্ষেত্রে পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল ব্রজেনের চ্যানেল অতিক্রম। মজার ব্যপার হচ্ছে, বছর চারেক আগে পাকিস্তান সফরের সময়ে হঠাৎ একদিন পিটিভি'র একটি অনুষ্ঠানে শুনি ক্রীড়াক্ষেত্রে সফল পাকিস্তানীদের নামোল্লেখের সময়ে ব্রজেন দাসের নামও বলা হয়েছে। অবশ্য বাঙালীর নতুন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। এ নিয়ে করাচি প্রেস ক্লাবে পাকিস্তানী সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে শুনলাম তাদের স্কুল-পাঠ্য বইতে এখনো ব্রজেনের নাম রয়েছে।

সরকারী স্বীকৃতির পর ব্রজেনকে আর পিছু তাকাতে হয়নি। পরবর্তী চ্যানেল অতিক্রমণ ও ইতালিতে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতা পাওয়া গেছে। তারপর ব্রজেন দাস কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে গেল। পরবর্তীতে তার সঙ্গে দেখা হল একাত্তরে মুজিবনগরে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন কাজেও তাঁর সহযোগিতার বিবরণী অনেকরই জানা নেই।

স্বাধীন বাংলাদেশে ব্রজেনের বিদ্যা, বুদ্ধি ও পেশাগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়নি। ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ করে সাঁতার ব্যবস্থাপনায় যে নিচুমানের রাজনীতি শুরু হয়েছিল – সে তার সঙ্গেও খাপ খাওয়াতে পারেনি। কিছুটা বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেল ব্রজেন, অবহেলায় ও আত্মসম্মানবোধ নিয়ে নিজেই সরে গিয়েছিল। এছাড়া জীবিকা নির্বাহের জন্যও নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হয়েছিল খেলার জগতের বাইরে। পঁচাত্তরের পর ব্রজেন দাস আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে আনল। কারণ, যে সুইমিংপুলে তার খ্যাতির সূচনা, সেটিও স্বার্থান্বেষী মহল ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করছে দেখে কিছুটা মনঃক্ষুন্ন ও ব্যথিত হয়েছিল ব্রজেন। এই বেদনাবোধ প্রায়ই সে আমার কাছে প্রকাশ করত।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরই ব্রজেনের খোঁজ পড়ল, তার মেধার সঠিক ব্যবহারের কথা ভাবলেন ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ। ওবায়দুল কাদের ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই আমার কাছে ব্রজেনের খোঁজ করলেন। সে তখন কলিকাতায় হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য। আমি খবর দিয়ে তাকে আনালাম, কিন্তু তখন সে অসুস্থ।

ব্রজেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিল একানব্বইয়ের প্রথম দিকে। তখন বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কলিকাতা থেকে ছন্দা বৌদি আমার স্ত্রীকে টেলিফোন করলেন, ব্রজেনের ওপেন হার্ট সার্জারী করতে হবে, টাকার দরকার। আমার স্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব আলমগীর কবির ও ক্রীড়া সংগঠক কাজী আনিসুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করলেন। তাঁরা সরকারের তরফ থেকে তিন লাখ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সার্জারী করে সুস্থ হলেও এবার আক্রান্ত হলেন দুরারোগ্য ক্যান্সারে। তার আগে ব্রজেন ঢাকা এলেন, জনাব ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু চিকিৎসার জন্য আবার কলকাতায় যেতে হল। ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা, প্রচুর টাকার দরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার চিকিৎসার জন্য কলিকাতাস্থ হাইকমিশনের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রজেন আর সুস্থ হল না।

লেকটাউনের বাসায় আড্ডার সময়ে ব্রজেন বারবার শুধু বলছে "একটু ভাল হলেই ঢাকা যাব।" আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "নিশ্চয়ই যাবে, সুস্থ হবে, ভাল হবে। হয়ত একসাথেই ঢাকা ফিরব।" কয়দিন পরেই ঢাকা ফেরার আগে ফোন করে জানলাম ব্রজেন আবার হাসপাতালে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাড়াহুড়োতে দেখা করা হলো না, আমি ফিরে এলাম, ব্রজেনও শেষ পর্যন্ত এলো, তবে জীবিত ব্রজেন নয়। আমার শুধু মনে হয়, জীবনে ব্রজেনের সঙ্গে কত শতবার দেখা হয়েছে কিন্তু লেকটাউনের বাড়িতে সেই দেখা যে শেষ দেখা তা বুঝতে পারিনি।